উৎসর্গ

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলা। এই দৌলতপুরেরই আল্লাহর দরগা নামের বাজার সন্নিহিত এলাকায় আমার পৈত্রিক নিবাস। অভিবাসন ঐতিহ্যে এ জনপদ অনেক আগে থেকেই শিক্ষায় ও শিল্পে খানিকটা অগ্রসর ছিল। তবে এর মধ্যে আল্লাহর দরগা ছিল বেশ পিছিয়ে।

এখানকারই সন্তান জনাব নাসিরউদ্দীন বিশ্বাস, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও স্বনামধন্য শিল্পপতি। নাসির গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান ও সত্বাধিকারী। ডজন দুয়েক স্কুল এবং সেই সাথে কলেজ, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাসপাতাল, আর নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে মাত্র তিনটি দশকের মধ্যে দৌলতপুর ও আল্লাহর দরগাকে বদলে দিয়েছেন বলা চলে।

আমার একমাত্র কন্যা ড. শারমিন শবনম জনাব নাসিরউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডার গার্টেন ও গার্লস স্কুলে পড়াশুনা করেছে তার ছোটবেলায়। এখানেই ওর শিক্ষার ভিত রচিত হয়েছে। ইংল্যান্ডের নর্থাম্ব্রিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে সে এখন ইংল্যান্ডেরই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছে।

একজন বাবা হিসেবে, একজন অভিভাবক হিসেবে আমি জনাব নাসিরউদ্দীনের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার অংশ থেকেই বইটি তাঁকে উৎসর্গ করলাম। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

AHSAN PUBLICATION

সূচিপত্র

অধ্যায় এক
বেদুইন থেকে বইপোকা ০৯

অধ্যায় দুই
পরিবর্তনের পরশমণি: দ্যা বুক ১৫

অধ্যায় তিন
টার্নিং পয়েন্ট: কাগজ শিল্পের বিকাশ ৩২

অধ্যায় চার
জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অবদানের স্বর্ণযুগ ৪২

অধ্যায় পাঁচ
মুসলিম অবদানের ইউরো মূল্যায়ন ৬৩

অধ্যায় ছয়
ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্থান ৭১

অধ্যায় সাত
অবক্ষয় এবং বিপর্যয় ৭৭

অধ্যায় আট
শেষ কথা ৯১

AHSAN PUBLICATION

অধ্যায় এক
বেদুইন থেকে বইপোকা

ইসলামের সূতিকাগার মক্কা নগরী। আমরা এই মরুনগরটিকে যতই পশ্চাৎপদ ভাবি না কেন বস্তুত সেই ষষ্ঠ শতাব্দিতে সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য উন্নত শহর; আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুজালেম, রোম, গ্রিস, কন্সটান্টিনোপল ও পারস্যের চেয়ে কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিল না ।

এটা ঠিক যে, এ নগর এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল ছিল মরুময় বিরানভূমি, জনবসতি কম। জীববৈচিত্র ও আবহাওয়া আর সেই সাথে জীবনযাপন প্রণালী ঐসব শহর থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন রকমের। চাষাবাদ নেই, কৃষিকাজও বলা চলে অনুপস্থিত একমাত্র খেজুর উৎপাদন ছাড়া। জীবন ও জীবিকার একমাত্র মাধ্যম ছিল ব্যবসা ও পশুপালন।

আরও একটা দল ছিল, যাদের উপজীব্য ছিল দস্যুতা বা ডাকাতি করা। তারা মরুর বুকে অচেনা কাফেলার সর্বস্ব লুট করে নিত। ঠিক তেমন, যেমন আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রিস অথবা জেরুজালেমের পথে পথে কিংবা কন্সটান্টিনোপলের সাগরতীরে স্থানীয় নৌদস্যুরা ভিনদেশি নৌবহরের ওপর হামলা চালিয়ে সবকিছু কেড়ে নিত।

ষষ্ঠ শতাব্দির সেই মক্কা ছিল সে যুগের কসমোপলিটন নগরী। সেখানে ভিনদেশিরাও বসবাস করত। ইয়েমেন, মিশর, পারস্য, বাইজান্টাইন, সিরিয়া বা ফিলিস্তিনিরা বাস করত, আর বিভিন্ন প্রয়োজনে তুর্কি, আফ্রিকান ও গ্রিকরাও মাঝে মাঝে যাতায়াত করত। এরকম আন্তমহাদেশীয় যোগাযোগের বহু প্রমাণ ও দলিল প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে রয়ে গেছে। টলেমি তার লেখায় তো সেই খৃষ্টপূর্ব যুগেও আরবের মক্কার সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের সচেতন পাঠকমাত্রই তা জানেন।

এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও গ্রিকো রোমান তথা হেলেনিক সভ্যতার জ্ঞানচর্চার ধারা আরবে তৈরি হয়নি। আরবরা ওসবের দিকে ঝোঁকেনি। অথচ বাড়ির পাশে মিশরের কিবতিরা গ্রিকদের দর্শন ও সাহিত্যচর্চাকে যে কেবল গ্রহণই করেছে, তাই নয়, তারা বরং জ্ঞানচর্চায় এতটাই মনোনিবেশ করেছিল যে, আলেকজান্দ্রিয়া খুব সহসাই এথেন্সকেও ছাড়িয়ে যায়।

দূরের গ্রিস বা রোমের কথা না হয় বাদই দিলাম। যে শহরগুলোর সাথে আরবের হরহামেশাই যোগাযোগ ছিল সেই অনাদিকাল থেকে, যেমন, পশ্চিমে জেরুজালেম, উত্তরে একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় নাবাতিয়ান আইলা, দক্ষিণে আকসুম আবিসিনিয়া, প্রতিবেশি ইয়েমেনের সানা-র মতো শহরগুলো সে যুগে জ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল।

তাদের সেই জ্ঞানকে হয়ত আমরা আজকের যুগ বিবেচনায় নগণ্য বা অনুল্লেখ্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু সেই যুগের বিশ্ব ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্বের সামনে বিদ্যমান জ্ঞানের অবস্থা ও স্তরকে ভিত্তি করে চিন্তা করলে আমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমকালীন বিশ্বে ঐসব শহরগুলোই (প্রাচ্যে চীন ও ভারতের দুএকটি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রসহ) ছিল বিশ্বের বুকে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকেন্দ্র। আরবরা এসব শহরে ব্যবসার জন্য নিয়মিত যাতায়াত করলেও এই জ্ঞানচর্চার দিকে ঝোঁকেনি। জ্ঞানচর্চা আরবদের টানেনি বা টানতে পারেনি।

পুরো মক্কানগরীতে সপ্তম শতাব্দির শুরুর দিকে, অর্থাৎ যে সময়টায় (৬১০ খৃষ্টাব্দ) রসূল স. নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন, ওই সময়ে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা মাত্র তেইশজন।[১]

একটা কসমোপলিটন নগরীর বুদ্ধিবৃত্তিক চিত্র ছিল এটা। এই একটা তথ্যই আমাদের জানান দেয়, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আরবদের অনাগ্রহের মাত্রা কেমন ছিল, সে বিষয়টি। আরবরা নিজেদের মতো করে জ্ঞানর্চচা করত। তাদের জ্ঞানচর্চা বলতে ছিল কবিতা, কাব্য। কবিতা রচনা আর তা স্মরণে রাখার ক্ষেত্রে আরবরা ছিল বিশ্বের বুকে অনেকটা অপ্রতিদ্বন্দ্বি এক জাতি। যেটুকুই তারা চর্চা করত, তার কোনো লিখিত রূপ ছিল না, চলত মুখে মুখে। এ অভ্যাসের কারণে তাদের ভেতরে স্মরণশক্তি তথা মনে রাখার একটা অবিশ্বাস্য শক্তিশালী ধারা গড়ে উঠেছিল। সেই নগরীতে প্রিয় নবী আবির্ভূত হলেন, একটা মিশন নিয়ে। সমাজ বদলের মিশন। তাঁর কাছে একটা কিতাব বা গ্রন্থ বা বই; আল কুরআন নাজিল হতে থাকল।

তিনি সেই বই, তথা, সেই গ্রন্থের শিক্ষাটা প্রচার করতে লাগলেন। পক্ষ বা বিপক্ষ তৈরি হলো। তর্ক বিতর্কও জমে উঠল।

---

[১] *True History of Islam*, Dr Shibbir Ahmed, Florida, USA.